



২০১৭ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

## শ্রী সমীর তাঁতী

কবি সমীর তাঁতীর জন্ম বেহোরা চা বাগানের মিকিরচাঙে, ১৯৫৫ সালে। স্থানীয় রাজবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন প্রথম বিভাগে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের পড়াশোনা করার সময় তাঁর পরিচয় ঘটে অসমিয়া সাহিত্যের দিকপাল হীরেন গোহাঁই, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও গোবিন্দপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে। যাঁরা ছিলেন তাঁর শিক্ষক।

সমীর তাঁতী কর্মজীবন শুরু করেন 'সাদিনিয়া নাগরিক' কাগজে সহকারী সম্পাদক রূপে। যাঁর সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞি। সেই সময় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে'।

এর পর দুর্গেশ্বর দত্ত নিয়মিত সমীর তাঁতীর কবিতা প্রকাশ করতেন তাঁর পত্রিকা 'পাহুদীপ'-এ। কর্মজীবনে থিতু হওয়ার আগে সমীর তাঁতী কাজ করেছেন চাংসারির শরাইঘাট কলেজে লেকচারার হিসেবে, খানাপাড়ার গণেশ মন্দির বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে, অসম সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অনুবাদক রূপে, দেড় বছর কাজ করেছেন ইংরেজি দৈনিক 'দ্য সেন্টিনেল' পত্রিকায় প্রফরিডার হিসেবে। ১৯৮৪ সালে যোগ দেন অসম

সরকারের পর্যটন বিভাগে। এবং সেখান থেকেই ২০১৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে।

এ-যাবৎ সমীর তাঁতীর তেরোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ-ছাড়া রয়েছে সাহিত্য ও সমালোচনামূলক চারটি গ্রন্থ, আফ্রিকার কবিতা ও প্রেমের গান এবং জাপানের ভালোবাসার কবিতা নামক দুটি অনুবাদ গ্রন্থ, দুটি সম্পাদিত ছোটগল্প সংকলন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল 'যুদ্ধভূমির কবিতা' (১৯৮৫), 'কদম ফুলের রাস্তা' (২০০১), 'শোকাকুল উপত্যকা' (১৯৯০), 'সময় শব্দ সপোন' (১৯৯৬) প্রভৃতি।

২০১২ সালে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় মর্যাদাসম্পন্ন অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার। ছগনলাল জৈন সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি কর্তৃক সংবর্ধিত সমীর তাঁতী ১৯৮৭ সালে অংশগ্রহণ করেন ভোপালে আয়োজিত ইন্ডিয়ান পোয়েট্রি প্রথম অধিবেশনে। ভোপাল সহ দেশের বিভিন্ন শহরে তিনি যোগ দিয়েছেন সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা, নতুন দিল্লি, পাটনা, মুম্বাই, কোচি, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক প্রভৃতি শহর।